আমাদের কথা

অনেক ধীরে ধীরে হলেও নিঃশব্দে ফ্রান্স-বাংলাদেশ কালচার তার জীবনের দশ বছর অতিক্রম করলো। প্যারিসের বুকে প্রথম একটি বাংলা পত্রিকা ফ্রান্স-বাংলাদেশ কালচার নিয়মিত ও অনিমিতভাবে দশ বছর তার উপস্থিতি ঘোষণা করে আসছে। ফ্রান্সে বসবাসরত বাংলাভাষী, ফরাসী ভাষাভাষী সহ বিভিন্ন দেশের বাংলাভাষাভাষীদের নিয়মিত অবদানের ফলে এরকম এক কঠিন কর্ম প্যারিসের বুকে বসে সম্ভব হয়েছে। যারাই এ পর্যন্ত এ পত্রিকার সাথে জড়িত রয়েছেন তারা সবাই নিবেদিত এবং নিঃস্বার্থ তাদের অংশগ্রহণ। আমাদের মাঝে সুনির্দিষ্ট লেখক বা লেখিকা রয়েছেন যারা পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত পত্রিকার সাথে জড়িত রয়েছেন। পরোক্ষভাবে বলতে পত্রিকাটি তাদেরই অবদান। পত্রিকার দশ বছর যাপনে সকল লেখক লেখিকার প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল। সেই সাথে আমাদের পত্রিকার সকল পাঠক পাঠিকাদের প্রতিও আমাদের শুভেচ্ছা রইল। ফ্রান্স-বাংলাদেশ কালচার জন্মলগ্ন থেকেই সাহিত্য বলয়ের মধ্যে আবর্তিত হয়েছে। মাঝে মধ্যে হঠাৎ করে বেখেয়ালবশতঃ কোন সাহিত্য বহির্ভূত বিষয় আবির্ভাব হলেও তা কোনদিন স্থায়ী হয়নি, তার কোন পুনঃরাবৃত্তি ঘটেনি এবং পত্রিকাটি তার সাহিত্য আদল নিয়মিত আগলে রেখেছে। সুতরাং ফরাসী ও বাংলা সাহিত্যের উন্নয়নে কোন এক সময় পত্রিকাটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশাকরি। বিশেষ কারণে নজরুল সমন্ধীয় লেখা এবারও যাচ্ছে না। পরবর্তি সংখ্যার জন্য তা সংরক্ষিত রইল। তবে এবারকার নতুন আকর্ষণ বাংলাদেশের নাম করা সাহিত্যিকদের ফরাসী তর্জমাকৃত লেখা। তর্জমাকারী নোয়েল গার্নিয়ে, প্রকাশক এশিয়াথেকের তথা ইউনেস্কোর প্রতি লেখা পুনঃমুদ্রনে তাদের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ও তাদের প্রতি আমাদের শুকরিয়া রইল। আগের মত পত্রিকার সকল বৈশিষ্ট অক্ষুন্ন রেখে আমাদের আগামী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ডিসেম্বরে।

গত সংখ্যায় উল্লেখ করেছি এবং এবারও আমরা বলছি সাহিত্য পত্রিকাটি তার আসল অবয়বে প্রকাশিত হচ্ছে বনানী গ্রুপের মালিক বেগম ও জনাব কাজী এনায়েত উল্লাহ্ এর সম্পূর্ণ অর্থায়নে বা পৃষ্ঠপোষকতায়। তাদের নিঃস্বার্থ অবদানও সাহিত্যের প্রতি তাদের সমঝোতার প্রতিক। তাদের প্রতিও আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ রইল। এরীনের সর্ব সহযোগিতা ও ইমানুয়েলের ইন্টার্নেট পাবলিকেশনে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ রইল।

KHAN Anwar Hossein
17 Rue de la Vallée du Bois
92140 Clamart
France

Notre parole

France-Bangladesh Culture vient de passer son dixième anniversaire mais de manière inaperçue. C'est le seul journal de la langue bangla paru en France depuis dix ans. Des banglaphones de France, des francophones, des banglaphones de divers pays ont régulièrement contribué pour réaliser ce journal. Les écrivains ont participé avec enthousiasme dans ce journal, sans aucun intérêt. Nous avons des écrivains spécifiques qui se sont engagés depuis la naissance de ce journal. Le journal est le résultat de leurs longs efforts. Dans la dixième année de ce journal, nous sommes reconnaissants à tous nos écrivains, à tous nos lecteurs et nous les remercions. France-Bangladesh Culture travaille toujours dans le domaine de la littérature depuis sa naissance. Si des textes hors du propos littéraire sont apparus involontairement, cela n'a pas duré longtemps et ne s'est pas répété. Nous espérons qu'un jour le journal jouera un rôle important pour le développement de la littérature bangla et française. Cette fois aussi, l'article sur Nazrul n'apparaîtra pas pour une raison particulière. Il sera publié dans le prochain numéro. Mais dans ce numéro, il y a une surprise, vous allez trouver une nouvelle de Saokat Osman, un des plus célèbres écrivains du Bangladesh, traduite en français. Nous sommes reconnaissants à la traductrice Noëlle Garnier, à Madame Christiane Thiollier et à Monsieur Alain Thiollier de l'Asiathèque, Editions UNESCO, pour leur coopération et nous les remercions pour leur bonne volonté. Nous publierons notre prochain numéro au mois de décembre.

Nous l'avions mentionné dans notre dernier numéro et nous le répétons aujourd'hui que ce magazine littéraire paraît sous sa forme originale par le parrainage de Madame et Monsieur Enayet ULLAH de Bonani Groupe. C'est le symbole de leur bonne volonté envers la littérature, nous les en remercions. Nous remercions aussi Erin pour sa coopération totale et Emmanuel pour le site du magazine sur internet.